Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

তৃতীয় ভাগ

৪৫৮ সংখ্যা

আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

ক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বায়ুর্বাব সংবর্গোযদাবা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদাচন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥ ১

'বায়ুঃ' বাহ্যোবায়ুঃ 'বাব' অবধারণার্থঃ 'সংবর্গঃ' সংবর্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাদ্বা সংবর্গঃ। 'যদা বৈ অগ্নিঃ' 'উদ্বায়তি' উদ্বাসনং প্রাপ্নোতীত্যুপশাম্যতি তদা অসাবগ্নিঃ 'বায়ুং এব অপি এতি' বায়ুঃ স্বাভাব্যমপি গচ্ছতি। তথা 'যদা সূর্য্যঃ অস্তং এতি' 'বায়ুং এব অপি এতি' 'যদা চন্দ্রঃ অস্তং এতি বায়ুং এব অপি এতি' ॥ ১

বায়ু সংবর্গ। যেহেতু যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। যখন সূর্য্য অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। ১

যদাপউচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সংবৃঙক্তইত্যধিদৈবতং ॥ ২

'যদা আপঃ' 'উচ্ছুষ্যন্তি' উচ্ছোষমাপ্নুবন্তি তদা 'বায়ুং এব অপিযন্তি' 'বায়ুঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এব' এতান্ অগ্ন্যাদ্যান্ 'সর্ব্বান্' 'সংবৃঙ্‌ক্তে' বায়ুঃ সংবর্গগুণউপাস্য ইত্যর্থঃ। 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাসু সংবর্গদর্শনমুক্তং ॥ ২

যখন জল শুষ্ক হইয়া যায় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। বায়ুই এই সকলকে সম্বরণ করে। ইহা অধিদৈব। ২

অথাধ্যাত্মং প্রাণোবাব সংবর্গঃ সযদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণোহ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙক্ত ইতি ॥ ৩

'অথ অধ্যাত্মং' আত্মনি সংবর্গদর্শনমিদমুচ্যতে। 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ 'বাব' 'সংবর্গঃ' 'সঃ' পুরুষঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'স্বপিতি' 'প্রাণং এব বাক্ অপি এতি' 'প্রাণং চক্ষুঃ' 'প্রাণং শ্রোত্রং' 'প্রাণং মনঃ' এতি 'প্রাণঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতান্ সর্ব্বান্' বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি' ॥ ৩

আর এই অধ্যাত্ম—প্রাণ সংবর্গ। মনুষ্য যখন নিদ্রা যায় প্রাণেতেই বাক্য অবস্থান করে। প্রাণেতে চক্ষু অবস্থান করে। যে হেতুক প্রাণই এই সকলকে সম্বরণ করিয়া রাখে। ৩

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪

'তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ' 'সংবর্গৌ' সংবর্জনগুণৌ 'বায়ুঃ এব দেবেষু' সংবর্গঃ 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ 'প্রাণেষু' বাগাদিষু ॥ ৪

সেই এই দুইটি সংবর্গ। বায়ু দেবতাদিগের মধ্যে সংবর্গ এবং প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে। ৪

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং

[library stamp]

চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উহ ন দদতুঃ ॥ ৫

'অথ হ' 'শৌনকং চ' শুনকস্যাপত্যং 'কাপেয়ং' কপিগোত্রং 'অভিপ্রতারিণং চ' নামতঃ। কক্ষসেনস্যাপত্যং 'কাক্ষ্যসেনিং' ভোজনায়োপবিষ্টৌ 'পরিবিষ্যমানৌ' সূপকারৈঃ 'ব্রহ্মচারী' 'বিভিক্ষে' ভিক্ষিতবান্ 'তস্মৈ উহ' ভিক্ষাং 'ন দদতুঃ' ন দত্তবন্তৌ ॥ ৫

একদা ভোজনোপবিষ্ট শৌনক ও অভিপ্রতারী কাক্ষসেনির নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দেন নাই। ৫

সহোবাচ মহাত্মনশ্চতুরোদেবএকঃ কঃ সজগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যাঅভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬

'সঃ হ উবাচ' ব্রহ্মচারী 'মহাত্মনঃ চতুরঃ' ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনং 'দেবঃ একঃ' অগ্ন্যাদীন্ বায়ুর্বাগাদীন্ প্রাণঃ। 'কঃ সঃ' প্রজাপতিঃ 'জগার' গ্রসিতবান্ ভুবনস্য 'গোপাঃ' গোপয়িতা রক্ষিতা। 'তং' প্রজাপতিং হে 'কাপেয়' 'ন অভিপশ্যন্তি' ন জানন্তি 'মর্ত্ত্যাঃ' হে 'অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তং' ন জানন্তি মর্ত্ত্যাঃ। 'যস্মৈ বৈ এতৎ' অহন্যহনি 'অন্নং' অদনায়াহ্রিয়তে সংস্ক্রিয়তে 'তস্মৈ' প্রজাপতয়ে 'এতৎ ন দত্তং ইতি' ॥

সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্, চারি মহান্ দেবতাদিগকে যে এক দেবতা গ্রাস করিয়াছিলেন, যিনি ভুবনের পালক এবং যিনি বহু প্রকার হয়ে বাস করেন, তাঁহাকে মর্ত্ত্যেরা জানে না। যাহার জন্য এই অন্ন তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল না। ৬

তদুহ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায় আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোহনসূরির্মহান্তমস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥৭

'তৎ উহ' ব্রহ্মচারিণোবচনং 'শৌনকঃ কাপেয়ঃ' 'প্রতিমন্বানঃ' মনসালোচয়ন্ ব্রহ্মচারিণং 'প্রত্যেয়ায়' আজগাম। গত্বাহহহ যং ত্বমবোচোনপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা ইতি তং বয়ং পশ্যামঃ কথং 'আত্মা' 'দেবানাং' অগ্নিবাগাদীনাং 'জনিতা' 'প্রজানাং' স্থাবর জঙ্গমাদীনাং 'হিরণ্যদংষ্ট্রঃ' অমৃতদংষ্ট্রোঽভগ্নদংষ্ট্রেতি যাবৎ। 'বভসঃ' শীলঃ 'অনসূরিঃ' সূরির্মেধাবী ন সূরিব সূরিস্তং প্রতিভক্ষণবেধেঽনসূরিঃ সূরিবেত্যর্থঃ 'মহান্তং' অতিপ্রমাণং 'অস্য' অপ্রমেয়স্য প্রজাপতেঃ 'মহিমানং' বিভূতিং 'আহু' ব্রহ্মবিদঃ যস্মাৎ স্বয়মন্যৈঃ 'অনদ্যমানঃ' অভক্ষ্যমানঃ 'যৎ অন্নং' অগ্নিবাগাদিদেবতারূপং 'অত্তি' ভক্ষয়তি 'বৈ' 'বয়ং' হে 'ব্রহ্মচারিন্' 'আ' 'ইদং' এবং যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম 'উপাস্মহে'। 'দত্তা অস্মৈ ভিক্ষাং ইতি' অবোচৎ ভৃত্যাং ॥ ৭

ব্রহ্মচারীর এই বাক্যে শৌনক কাপেয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন, আত্মা দেবতাদিগের এবং প্রজাদিগের জনিতা। তিনি হিরণ্যদংষ্ট্র, ভক্ষণশীল মেধাবী—তাঁহার মহৎ মহিমাকে ব্রহ্মবিদেরা বলেন। যিনি অন্যের দ্বারা ভক্ষিত না হইয়া, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জল রূপ এবং প্রাণ, মন চক্ষু, শ্রোত্র রূপ অন্নকে ভক্ষণ করেন হে ব্রহ্মচারি, আমরা সেই ব্রহ্মকেই উপাসনা করি। পরে তাঁহারা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। ৭

তস্মাউহ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশকৃতং সৈষাবিরাডন্নাদীতয়েদং সর্ব্বংদৃষ্টং সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮

'তস্মৈ উহ দদুঃ' ভিক্ষাং 'তে বৈ এতে' যে গ্রাসান্তেঽগ্ন্যাদয়োযশ্চ তেষাং গ্রসিতা বায়ুঃ পঞ্চান্যে বাগাদিভ্যঃ তথাঽন্যে তেভ্যঃ পঞ্চাধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ প্রাণশ্চ তে সর্ব্বে 'পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে' 'দশ' ভবন্তি সন্ত্যায়া দশ 'সন্তঃ' 'তৎ' 'কৃতং' ভবতি তে চতুরঙ্ক একায়ঃ এবং চত্বারস্ত্র্যঙ্কায় এবং ত্রয়োঽপরে দ্ব্যঙ্কায়ঃ এবং দ্বাবন্যাবেকাঙ্কায়ঃ এবমেকেঽন্য ইতি। এবং দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি 'তস্মাৎ' যত এবং 'সর্ব্বাসু' দিক্ষু দশস্বু অপি অগ্ন্যাদ্যা বাগাদ্যাশ্চ 'দশকৃতং' দশসংখ্যা সামান্যাৎ 'অন্নং এব'। দশাক্ষরা বিরাড়্বিরাডন্নমিতি হি শ্রুতিঃ। 'সা এষা' 'বিরাড' দশসঙ্খ্যা সত্যান্নাগ্রাদিনী চ কৃতত্বেন। কৃতে হি দশ সঙ্খ্যান্তর্ভূতাঽতোঽন্নং 'অন্নাদী' অন্নাদিনী চ সা। 'তয়া' অন্নাদিন্যা 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ দশদিক্সংস্থং 'দৃষ্টং' কৃতসঙ্খ্যাভূতয়োপলব্ধং। 'সর্ব্বং ইদং' জগৎ 'অস্য' এবং

বিদঃ 'দৃষ্টং ভবতি' 'অন্নাদঃ ভবতি' 'যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ' ॥ ৮

তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। সেই বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জল এই পাঁচে আর প্রাণ, বাক্য, চক্ষু শ্রোত্র মন এই পাঁচে যে দশ হয় তাহাই কৃত। সেই হেতু দশ দিক সকলেতে যে অন্ন তাহা দশ কৃত। সেই এই বিরাড্ অন্নবতী। তাহার দ্বারা এই সকলই দৃষ্ট। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার দ্বারা এই সকলই দৃষ্ট হয় এবং তিনি অন্নবান্ হন। ৮

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

নবম সাম্বৎসরিক উৎসব।

৬ই ভাদ্র ১৮০৩ শক।

আজ এই ব্রাহ্মসমাজ পরম পিতা পরম দয়ালু পরমেশ্বরের প্রসাদে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া দশম বৎসরে পদার্পণ করিল। আমরা তদুপলক্ষে সেই প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের ধন জীবন্ত জাগ্রত দেবতার উপাসনার নিমিত্ত এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা সমুৎসুক চিত্তে ব্যাকুল ভাবে সংবৎসর কাল যে দিনের অপেক্ষা করিতেছিলাম পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় আজি সেই শুভ দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আমাদের আনন্দের ও সৌভাগ্যের সীমা নাই, আজ আমরা মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেই আনন্দময়ের আনন্দে হৃদয়-কন্দর পরিপূর্ণ করিব, তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া হৃদয়ের পাপ তাপ দূর করিব। আজ সেই পূর্ণানন্দের আবির্ভাবে সকল পদার্থই যেন আনন্দময় বোধ হইতেছে; এই উদ্যানস্থ পুষ্পরাজী প্রস্ফুটিত হইয়া যেন তাঁহারই সৌন্দর্য্য ও তাঁহারই সৌরভ বিস্তার করিতেছে; এই প্রাভাতিক সুগন্ধি মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যেন তাঁহারই সত্তা প্রকাশ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ দিবালোকে পুলকিত হইয়া সেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গান করিতেছে; আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ তরুলতা সকল বর্ষাকালীন বারিধারায় ধৌত ও পবিত্র হইয়া যেন সেই অন্তরতম বিশ্বস্রষ্টার উপাসনার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা কি সজীব কি নির্জীব যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, তাহাই যেন তাঁহার সত্তা ও তাঁহার মঙ্গলময় ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

আজ তাঁহার সত্তায় এই সমাজ-মন্দির পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগের হৃদয়ে কতই উৎসাহ প্রেরণ করিতেছেন এবং মাতার ন্যায় আমাদিগের প্রতি স্নেহ করিয়া কত শত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদিগের চির সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আমরা অতি হীন হইয়াও যে সেই অতি উচ্চতম সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি; সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য্য করা আমাদের সর্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। অতএব ভ্রাতৃগণ! কুটিল ভাব মলিন কামনা ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাকে পবিত্র কর, পবিত্র আত্মাই তাঁহার প্রিয় নিকেতন। স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিবেকবিহীন হিতাহিতবোধশূন্য পশুর ন্যায় বিপথগামী হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মে আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মে অনুরাগী হওয়া আমাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা কি সাংসারিক কি বৈষয়িক যে কার্য্যে যখন লিপ্ত থাকি না কেন, সকল সময়েই দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় যেন আমাদের সেই লক্ষ্য স্থির থাকে। কোন প্রকার প্রলোভনে পতিত ও মোহের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া যেন সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।

ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সুহৃদ্, ধর্ম্মই আত্মার উন্নতিসাধনের নিদান এবং ধর্ম্মই আত্মার স্বাধীন ভাবের মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের বিধাতা। যদি আমরা আত্মপ্রসাদলাভের জন্য অভিলাষী হই, তবে তাহা একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মই এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশের এক মাত্র বল। এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি যে এত দুর্বল হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কতপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিতেছে, অরাতির পদতলে দলিত হইতেছে, জীবন থাকিতেও মৃতপ্রায় হইয়া যে অপ্রতিবিধেয় দুরবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ও বিপক্ষগণের মর্ম্মভেদী দুর্ব্বচন সহ্য করিয়া যে দুর্ব্বিষহ হৃদয়-বেদনা হৃদয়ে বিলীন করিতেছে, তাহা কেবল একমাত্র সত্য ধর্ম্মের বন্ধন নাই বলিয়াই ঘটিতেছে। এই সকল দুরবস্থা দেখিয়াই পরম দয়ালু পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত সময়েই এই সত্য সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ না করিলে আমাদের দুরবস্থার আর পরিসীমা থাকিত না। আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইব। অতএব কোন ক্রমেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বপ্রযত্নে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করণানন্তর জীবনের সার্থকতা সাধন করা বিধেয়। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা এদেশের যে কত উপকার সংসাধিত হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ যতদূর বিকীর্ণ হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত ভ্রম, প্রমাদ কুসংস্কার ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রগাঢ় তমোরাশি বিদূরিত হইবে। তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই এই সত্য ধর্ম্মের মহিমা অবগত হইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া দেশের হিতসাধন-ব্রতে ব্রতী হইবে, কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ-পাপ-প্রবাহের গতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। দেশাচারের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব-পথ অবলম্বন করিবে।

আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগ্রহে সেই সর্ব্বান্তর্যামী পূর্ণস্বরূপের পূর্ণভাব, মঙ্গলময় ভাব ও অমৃতময় ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদিগের কি সৌভাগ্য আজ সেই পরম কারুণিক পরম পিতা এই ব্রহ্ম-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে বিমল আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন এবং তাঁহার মঙ্গলময় ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা আজ এই উৎসবে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারই প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া পিপাসিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মে অবহেলা করিলে কি আমরা এই বিমল সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম? অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সুখের নিদান।

আমরা যে পরমপবিত্র নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে, কিন্তু সেই পরম কারুণিক দেবাদিদেব, মানবগণের নিমিত্ত পরলোকে যে পবিত্র অবিনশ্বর সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন সেই সুখসম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদা

বিত্র রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠান সকল যথানিয়মে সম্পাদন করিতে হইবে, আমাদিগের উৎসাহ ও অনুরাগ যেন সাময়িক না হয়, তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সতত ব্রতী থাকিতে হইবে। সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ ও পশুবৎ স্বেচ্ছাচারী হইয়া দয়া ধর্ম্ম চারিত্র্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পারত্রিক সুখ-সম্ভোগের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা বিবেকশালী জীবের কর্ত্তব্য নহে। আমরা যে সত্য সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানই সেই দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার একমাত্র উপায়। যেন সেই ধর্ম্মে তাচ্ছীল্য করিয়া পারলৌকিক সুখ ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয়। হৃদয় পবিত্র রাখিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা মোহবশতঃ যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ সহকারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সেই সকল পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিতে হইবে। অনুতাপে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব মনে করিয়া পাপস্পর্শে যেন উদাসীন না থাকি। পাপকে বিষধর সর্প অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর মনে করিয়া তাহার ত্রিসীমাতেও না যাই। ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যেন কোন কার্য্যে লিপ্ত না হই, তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান দেখি তাহা হইলেই আমাদিগের পক্ষে সেই অনুপম চির সুখ-সম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। হে ভ্রাতৃগণ, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের উচ্চতম অধিকার আর কি আছে। আমরা যেমন এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি তেমনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ এই ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও এই ধর্ম্মের শাসনে থাকিয়া যেন এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন যাপন করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমরা তোমারই পূজা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আজ আমরা ব্যাকুল চিত্তে তোমারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তোমার সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া এই দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি মূর্খ কি বিদ্বান্, কি ধনী কি নির্ধন, কি ভদ্র কি ইতর সকলেরই আত্ম-নিহিত এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজকে অঙ্কুরিত কর, যেন অচিরকাল মধ্যে তাহা হইতে অমৃতময়, আনন্দময় ও মঙ্গলময় ফল উৎপন্ন হয়। এই জনপদবাসী লোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে মোহান্ধকার, বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও কুসংস্কার সকল দূর কর এবং এই সত্য-ধর্ম্ম-পালনে তাঁহাদিগের হৃদয়কে সমুৎসুক করিয়া তোমার অপার মহিমা প্রচার কর।

হা নাথ! হা দীনবন্ধু! আর কত দিন এই হতভাগ্য ভারতভূমি অজ্ঞানান্ধকূপে পতিত থাকিবে, আর কত দিন ইহা পাপ তাপে ও যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবে, আর কত দিন এই ভারতভূমির মুখ মলিন হইয়া থাকিবে। আর কেন বিস্তর হইয়াছে; পাপের একশেষ হইয়াছে, পরিতাপেরও একশেষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচার কর; হিতাহিত-জ্ঞানহীন ভারতবাসীদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে সত্য-ধর্ম্মের মূল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাপ তাপ ও যন্ত্রণানল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অপার করুণার উদাহরণ প্রদর্শন কর। ইহাই আমাদিগের অভিলাষ এবং ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের

সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন! আজ আমাদের অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরম দয়াময় জগৎপিতার অক্ষম পাপী সন্তান; আমাদের অন্য সহায় নাই, সম্পত্তি নাই এবং অন্য কোন বলও নাই, তিনিই আমাদিগের একমাত্র সহায়, তিনিই আমাদিগের একমাত্র বল এবং তিনিই আমাদিগের সর্ব্বস্ব। আমরা চির-পিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহারই নামামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া তাঁহারই চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আইস, আমরা ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে সেই পরম কারুণিক পরম পিতার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সূর্য্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি।

সৌরকলঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা এইবার দেখা যাউক।

ইহা আলোকমণ্ডলের উপর ভাসমান কৃষ্ণবর্ণ ঘনপদার্থ কি না এই লইয়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিসম্বাদ চলিয়াছিল। স্কচ সৌরবৈজ্ঞানিক উইলসন প্রথমে দেখেন সৌর কলঙ্ক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ গহ্বরের ন্যায়; এবং তিনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন এই কৃষ্ণবর্ণ অংশ আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশ হইতে নীচু।

সৌর কলঙ্ক এক একটি গহ্বর মনে করিয়া উইলসন সূর্য্যসম্বন্ধে একটি বিখ্যাত মতের প্রবর্ত্তনা করেন, হার্শেল সেই মতটিকে বিধিমতে সাজাইয়া প্রাণদান দেন। হারশেলের সেই মতে সূর্য্যাভ্যন্তর দুই স্তর মেঘ-বেষ্টিত কৃষ্ণকায় একটি শীতল বস্তু। সূর্য্যের যে আলোকমণ্ডল আমরা প্রত্যহ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই সর্ব্বোপরিস্থ অত্যন্ত উজ্জ্বল মেঘস্তর, এবং তাহার নিম্নে যে আর একটি মেঘস্তর আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল। এই দুইটি স্তর হইতে কখনো কখনো মেঘ সরিয়া গিয়া একরূপ গহ্বর উৎপন্ন করে। সেই গহ্বরই কলঙ্ক। কলঙ্কের লঘু কৃষ্ণ অংশ গহ্বরের চারি ধার এবং ঘন-কৃষ্ণ মধ্যভাগ গহ্বরতল, সূর্য্যের শেষোক্ত স্থানে বুদ্ধিমান জীবের নিবসতি। আলোক-মণ্ডলের উত্তাপ সূর্য্যবাসীদিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা দায় হয়, সুতরাং যাহাতে সে উত্তাপ ততদূর না পৌঁছিতে পারে এই জন্যই হার্শেল আলোকমণ্ডলের নিম্নে পূর্ব্বোক্ত শীতল মেঘস্তরের ব্যবধান বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও সূর্য্যবাসীদিগের একটি বিশেষ এই অসুবিধা যে আমরা যেমন ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পাই সূর্য্যবাসীরা সেরূপ ইচ্ছাক্রমে সূর্য্যের বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পায় না। কালে ভদ্রে দৈবের কৃপায় কখন্ আলোকমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত রূপে গহ্বর উৎপন্ন হইবে এই প্রতীক্ষায় তাহাদের হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, কেন না সেইরূপ গহ্বর উৎপন্ন হইলেই তন্মধ্য দিয়া তাহারা সূর্য্যের বহিঃস্থ জগৎ দেখিতে পায়।

যাহা হউক নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত সূর্য্যবাসী দিগের উপকথা ছাড়িয়া দিলে উপরোক্ত মতটি যে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ অবস্থা এক রকম বুঝাইতে পারে না তাহা নহে।

হার্শেল দেখিলেন আলোক-মণ্ডল সম্পূর্ণ রূপ কঠিন, তরল, কিম্বা বাষ্পময় হইলে কলঙ্কের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ কঠিন হইলে সৌর

কলঙ্কের ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না, সম্পূর্ণ তরল কিম্বা বাষ্পময় হইলে সৌর কলঙ্ককে ক্রমান্বয়ে অনেক দিন ধরিয়া দেখা যাইত না; কেননা চতুর্দ্দিকের তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বেগে আসিয়া সেই গহ্বর শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তাহা সমভাবে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সুতরাং হার্শেলকে অগত্যা অনুমান করিতে হইল আলোকমণ্ডল বাষ্প-সাগরে ভাসমান মেঘ-সদৃশ পদার্থরাশি। ইহাকে কঠিন বলা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা তরল ও বাষ্পময় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

তাহার পর গুহাকার সৌর কলঙ্ক-মধ্য দিয়া কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর দেখা যায়, সুতরাং সূর্য্যাভ্যন্তর কঠিন ও শীতল, কেবল আলোক-মণ্ডল মাত্র জ্বলন্ত মেঘময়।

কিন্তু এই মত অধুনা আবিষ্কৃত উত্তাপের নিয়ম-সঙ্গত নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন বিশ্বসংসারে শক্তি-সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে শক্তি হইতে উত্তাপ, উত্তাপ হইতে শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি সংরক্ষণের (Conservation of Energy) এই প্রাকৃতিক নিয়ম তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে ইহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই হার্শেল-কল্পিত মতের পদে কুঠার পড়িল। সূর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে পরিমাণে উত্তাপ বিক্ষেপ করিতেছে সে উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিতে যে পরিমাণে শক্তির উত্তাপ রূপে পরিণত হইবার আবশ্যক হার্শেল-কল্পিত অভ্যন্তর-শীতল অনতি-গভীর-উত্তপ্ত-স্তর সম্পন্ন সূর্য্যে সে পরিমাণ শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

হার্শেলের সময় বৈজ্ঞানিকেরা উত্তাপ দিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে বিশেষ উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে সূর্য্য-বেষ্টক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের উত্তাপ এত অল্প যে নিম্নস্থ মেঘস্তর ভেদ করিয়া তাহা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য সে উত্তাপে সূর্য্যবাসীদিগের কিছুই হানি হয় না।

কিন্তু এখন দেখা যায় যদি বা আলোকমণ্ডলের উত্তাপ কোন অজ্ঞাত উপায়ে চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলেও উত্তাপের সঞ্চালন (Conduction) ও বিকিরণ (Radiation) দ্বারা অভ্যন্তর-ভাগ শীঘ্রই আলোকমণ্ডলের সমান উষ্ণ হইয়া সেখানকার জীবগণের বিনাশ সাধন করিত।

তাঁহারা ভাবিতেন সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া এখানে আসিবার সময়, পরস্পর ঘর্ষণে প্রখর উত্তাপ উৎপন্ন করে। দুই পদার্থের ঘর্ষণে উত্তাপ জন্মে সত্য, কিন্তু এখন পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, আলোক কোন রূপ পদার্থ (Matter) নহে, সুতরাং আলোক-ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না।

বস্তুতঃ উত্তাপের নিয়ম হইতে জানা যায় সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড বাষ্পময় অগ্নিকুণ্ড না হইলে অক্ষুণ্ণ ভাবে এতকাল উত্তাপ দিতে পারিত না। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ করে। এই রূপ উত্তাপ বিকিরণ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ-ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু শক্তিক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হয় না, এবং আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আদিম কাল হইতে উত্তাপরূপে শক্তি ব্যয় করিয়াও কি জন্য সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমাদের পৃথিবীতে

আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক, উত্তাপ-রক্ষার জন্য সূর্য্যেরও তো সেই রূপ কিছু চাই। গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে, গ্রহখণ্ড ও ধূম-কেতু সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে তাহা সম-ভাবে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে। সূর্য্য যে পরিমাণে উত্তাপ বিকীর্ণ করে, তাহা রক্ষা করিতে গেলে ১০০ শত বৎসর অন্তর পৃথিবীর মতন একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ সূর্য্যের উপর পড়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা পড়িবার যে কালে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সে কালে সূর্য্যোত্তাপ রক্ষা হইবার কারণ কি, সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থাই ইহার কারণ দর্শা-ইতে সক্ষম।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই আবার তাহা হইতে নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রহিতেছে। শীতল হইয়া উত্তাপ রক্ষা করা হঠাৎ পরস্পর কেমন বিসম্বাদী মনে হয়, কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন পদার্থ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়। এই রূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে নিজে শীঘ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে। বাষ্পীয় পদার্থে এ নিয়মটি বিশেষরূপে খাটে। এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য যত দিন তরল না হইবে তত দিন এই নিয়মানুসারে উত্তাপ দিবে, তরল হইলে এনিয়ম আর তাহাতে সম্পূর্ণ খাটিবে না। *

বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধে হার্বেলের মতের ভূল বুঝা গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার যথার্থ প্রকৃতি ও কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এসম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফায়োর মতই বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন, প্রভূত উত্তাপ-প্রভাবে সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে নানা প্রকার ধাতব বাষ্প উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উপরে অপেক্ষা-কৃত শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আলোকমণ্ডলে পতিত হয়। এবং আবার উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ উপরে উঠিতে থাকে। অনবরত সূর্য্যে এই কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকার গতি সূর্য্য-কায়ার সর্ব্বত্র সমান নহে, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সূর্য্যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ ঝটিকা দেখা-দেয়। এই ঝটিকা-প্রভাবে সূর্য্যের বাষ্পা-বরণের উপরিস্থিত বাষ্প (প্রধানতঃ জলজান বাষ্প) নিম্নে আলোকমণ্ডলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ শীতল বাষ্পরাশি সূর্য্যের যে স্থানে পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের আলোক অদৃশ্য হইয়া সূর্য্যের গাত্রে কলঙ্ক উৎপন্ন করে। এই সকল কলঙ্ক দেখিতে গহ্বরের ন্যায়, যাঁহারা নদীর পাক দেখিয়া-ছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কি করিয়া সৌর কলঙ্কের গহ্বরাকৃতি হয়।

সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর কতক গুলি নৈসর্গিক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়।

সার উইলিয়ম হার্ষেল পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শষ্য উৎপত্তির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

* সূর্য্যের উত্তাপ-রক্ষণ-কারণ উত্তমরূপে বুঝাই-বার জন্য পৃথিবীর উৎপত্তি নামক প্রবন্ধ হইতে এস্থলে কতক পরিমাণে পুনরুল্লেখ করিতে হইল।

সেই সময়েই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং সৌর কলঙ্কের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে ততই শষ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিষুব-রেখা-সন্নিহিত প্রদেশে প্রায় ১১ বৎসর অন্তরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৌর কলঙ্কের যুগান্তর সময়ও ১১ বৎসর, সুতরাং এই দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তবে অন্য কোন প্রবল কারণাভাবে এরূপ অনুমান কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু নর্ম্মাণ লকিয়ার ও ডাক্তার হন্টার ইহার পক্ষে বলবত্তর যে একটি কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা দ্বারা সৌর কলঙ্কের সহিত দুর্ভিক্ষের যোগ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে কি, হার্ষেলের মতের বিপরীতে ইহা দ্বারা অধিক কলঙ্কের সময় হইতে অল্প কলঙ্কের সময়ই দুর্ভিক্ষ প্রমাণীকৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যকায়ার যে যে স্থান হইতে আলোক অদৃশ্য হয় সেই সেই স্থানে আমরা কলঙ্ক দেখিতে পাই। সুতরাং অধিক কলঙ্কের সময় অপেক্ষা, অল্প কলঙ্কের সময় সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা বিষুব-রেখা-সন্নিহিত স্থানেই সূর্য্যোত্তাপ অধিক, সূর্য্যোত্তাপের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধও সর্ব্বত্র বিদিত। বৃষ্টি হইবার জন্য তাপের আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ হইলে আবার অল্প বৃষ্টি হয়। সৌর কলঙ্কের অল্পতার সময় উত্তাপের আধিক্য বশতঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ইহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিকেরা বহু-আয়াস-সাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের সহিত সৌর কলঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিতই চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের আধিক্য লক্ষিত হয়। যখনি প্রবল বেগে সূর্য্যে ঘূর্ণ ঝটিকা আরম্ভ হয়, তখনি পৃথিবী-পৃষ্ঠ-স্থিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা বিচলিত হয় এবং সেই সময়ে উভয়-মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

সূর্য্যের বাষ্পাবরণ।

পৃথিবীর যেমন বাষ্পাবরণ আছে, সূর্য্যের আলোকমণ্ডলও তেমনি বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় পরীক্ষা দ্বারা অল্পদিন মাত্র এই বাষ্পাবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যখন সূর্য্যকে পূর্ণ গ্রাস করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ চন্দ্রমূর্ত্তি রজত-প্রভ একটি মৃদু আলোক-চ্ছটায় পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সেই রজত-প্রভ চ্ছটা-মুকুট ব্যতীত, চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নস্থ ভিন্নভিন্ন স্থান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাপ-কুসুম-বর্ণাভ অগ্নিশিখাসমূহের স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে। এই দুইটির মধ্যে চ্ছটা-মুকুট বহুকাল হইতে এমন কি কেপলারের সময় অবধি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। এই চ্ছটামুকুট চন্দ্রের বাষ্পাবরণ কিম্বা সূর্য্যের তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই, পরে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুমিত হইল, চ্ছটা-মুকুট সূর্য্যের বাষ্পাবরণ, এবং উপরোক্ত স্ফুলিঙ্গ-রাশি এই চ্ছটা-মুকুটে ভাসমান সূর্য্য-লোকের লোহিতবর্ণ মেঘমালা। কিন্তু চ্ছটা-মুকুট প্রকৃত বাষ্পাবরণ না হউক ইহা যে সূর্য্য-লোক-অন্তর্ভূত কোন পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশ্য, পূর্ব্বোক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্য-গ্রহণের সময়,

স্পেনদেশের পরীক্ষা হইতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গও সূর্য্যালোকভুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। এই সময় রশ্মিনির্ব্বাচক (Spectroscope * একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা পরবর্ত্তী পূর্ণ গ্রহণের সময় অনেক গুলি সৌর রহস্য ভেদ হইল। এই গ্রহণ উত্তম রূপে দেখিবার নিমিত্ত জ্যানসেন নামক এক জন ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। গ্রহণের দিনে যখন চন্দ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যের শেষ রশ্মি গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত একটি অগ্নিশিখা নেত্রগোচর হইল। জ্যানসেন তদভিমুখে রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্রসংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন ইহা জ্বলন্ত জলজান বাষ্প, ইহা প্রতিফলিত আলোকে আলোকময় নহে, জ্বলন্ত উত্তাপেই ইহা প্রজ্বলিত। কিছু দিন পরে নর্ম্মাণ লকিয়ার এই পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা যায়, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল একটি জ্বলন্ত বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণ নর্ম্মাণ লবিয়ার বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণমণ্ডল।

বর্ণমণ্ডলের সর্ব্বোপরিস্তর প্রধানতঃ জলজান বাষ্প, কিন্তু ইহার নিম্নস্তর সকল, লৌহ ম্যাগনেশিয়ম প্রভৃতি ধাতব বাষ্পময়। বর্ণমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই লোহিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। বর্ণমণ্ডলই সূর্য্যের যথার্থ বাষ্পাবরণ। এই ভীষণ জ্বলন্ত বাষ্প-সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহুঃ শতাধিক মাইল বেগে যে পদার্থরাশি চারি দিকে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সে প্রবল ঝটিকা কে বর্ণনা করিবে? এই রূপ ভীষণ-পরাক্রম ঝটিকা-দানব আপন দোর্দণ্ড-বলে সমস্ত ভারতবর্ষ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টায় ইংলণ্ডে উপনীত হইতে পারে। মনুষ্যের ভাষায় ইহার প্রতাপ প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ঝটিকা-তাড়নে বর্ণমণ্ডলের প্রান্তদেশ সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত। বর্ণমণ্ডল হইতেও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উত্তাপ পাই।

বাষ্পাবরণ না থাকিলে সূর্য্য আমাদের নিকট এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত হইত, এবং তাহা হইলে সূর্য্যের বর্ণ গাঢ়-নীলাভময় হইত। বর্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় অনেক সূর্য্যরশ্মি ইহাতে লীন হইয়া যায়; সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত রশ্মির মধ্যে অল্পই বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে পায়। বাষ্পাবরণ না থাকিলে যে সূর্য্যের কতগুণ প্রতাপ বাড়িত তাহা এখনো নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় নাই। লাপ্লাস বলেন সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত রশ্মির ১২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ ইহাতে লীন হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অর্দ্ধেকের অধিক রশ্মি বাষ্পাবরণে মিশিয়া যাইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য জন্মিবার পূর্ব্বে যে বহুকাল-ব্যাপী একটি ভীষণ শীতকালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ল্যাংলি বলেন তাহা উপরোক্ত কারণে সংঘটিত। সে সময়ে সূর্য্যরশ্মি এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্পাবরণে লীন হইত বলিয়াই সেই ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয়।

বিশেষ যত্নের সহিত সূর্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সূর্য্য-গোলকের

* এই যন্ত্রের দ্বারা জ্বলন্ত পদার্থের মৌলিক অংশ নির্গত আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ হইতে ঐ জ্বলন্ত পদার্থের নির্ম্মাণোপকরণ নির্দ্ধারিত করা যায়।

মধ্যস্থান যেরূপ উজ্জ্বল, প্রান্তবর্ত্তী স্থানের উজ্জ্বলতা সেরূপ নহে। সূর্য্য-গোলকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রশ্মি-বিকিরণ-পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে কিরণ পাই। কি উত্তাপ-জনক কি আলোক-জনক, কি রাসায়নিক-শক্তি-উৎপাদক সকল প্রকার রশ্মিই সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আইসে। ইহার কারণ অবিসম্বাদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ঠিক লম্ব ভাবে (Vertically) নিক্ষিপ্ত কিরণমালা অপেক্ষা চাক্রবালিক রূপে নিক্ষিপ্ত কিরণমালার অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। এবং যে কিরণমালা যত অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করে তাহা তত অধিক পরিমাণে বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। সূর্য্য-গোলকের মধ্যভাগস্থ কিরণমালা ঠিক লম্বভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সূর্য্যের প্রান্তভাগস্থ কিরণ চাক্রবালিক রূপে বাষ্পাবরণ ভেদ করে, সেই জন্য আমরা এই দুই স্থানের রশ্মিবিকিরণের এত বিভিন্ন পরিমাণ দেখিতে পাই।

ছটা-মুকুট-মণ্ডল।

বর্ণ-মণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পের অতি লঘু যে সকল অংশ তাহার বহির্ভাগে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণরূপে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই গ্রহণের সময় চন্দ্রের মুকুটরূপে শোভিত হয়, তাহাকে সেই জন্য ছটা-মুকুট-মণ্ডল কহে।

সচরাচর বাষ্পাবরণ অর্থে, আপনার স্থিতিস্থাপকতা-বলে অবস্থিত ক্রম-বিন্যস্ত-স্তর-সমষ্টি-সঙ্কুল যে বাষ্পরাশি বুঝায়, ছটা-মুকুট-মণ্ডল সে অর্থে বাষ্পাবরণ নামে অভিহিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বলবৎ যুক্তি দেখা যায়—

প্রথম, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবী অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক, সুতরাং পৃথিবীতে যে বস্তু যত ভারী, সূর্য্যলোকে সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক ভার বলিয়া পৃথিবীর সকল বাষ্পই সূর্য্যলোকে ২৭ গুণ অধিকভার যুক্ত হইবে।

কোন বাষ্পাবরণের উপর দিক হইতে নিম্নাভিমুখে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরিস্থ বাষ্পস্তরের চাপে নিম্নস্থ বাষ্প-স্তরের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন সহকারে তাহার ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধি হয়। জলজান বাষ্প হইতে লঘু কোন বাষ্প এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই লঘুতম বাষ্পের সূর্য্য হইতে লক্ষ মাইল দূরে থাকিতে হইলে যেরূপ উষ্ণ অবস্থায় থাকা আবশ্যক, এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার যেরূপ লঘু হইবার সম্ভাবনা, ছটা-মুকুট-মণ্ডল সেইরূপ অতি লঘু জলজান বাষ্পের হইলেও সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে তাহার প্রত্যেক ৫ কিম্বা ১০ মাইল নিম্নে দ্বিগুণ ঘনত্ব হইত। কিন্তু ছটামুকুট হইতে নিম্নে গমন-কালে এই পরিমাণ অনুসারেও তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। এই নিয়মে ঘনত্ব বৃদ্ধি হইলে সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইত; এখন সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৪ ভাগের এক ভাগও নহে। সুতরাং কল্পনাতীত-লঘু-বাষ্পপূর্ণ ছটামণ্ডলকে আমরা বাষ্পাবরণ অর্থে বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয়—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু *প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০ মাইল গতিতে* এই মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ইহার তিন লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে এই ধূমকেতু বাষ্পীভূত হওয়া দূরে থাক, ইহার গতির পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা যে সকল উল্কাপিণ্ডকে তারার মত খসিয়া পড়িতে দেখি, তাহাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ হইতে ৪০ মাইলের অধিক নহে। এই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি, ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ড, পৃথিবীর বাষ্পাবরণের সর্ব্বোপরি স্থিত অতি সূক্ষ্মতম বাষ্পস্তরের ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত মাইল নীচে আসিতেই ঘর্ষণে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে তিন শত পঞ্চাশ মাইল গতিতে ধাবিত কোন বস্তু, যে বাষ্পাবরণ মধ্য দিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতে পারে তাহার বাষ্প যে কত লঘু তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এই চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল যদি বাষ্পাবরণ নহে, তবে ইহা কি? সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্যালোক-প্রজ্বলিত অতি লঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন বাষ্পাণুরাশি। কিন্তু বাষ্পাণুনির্ম্মিত চ্ছটা-মণ্ডলের অণুরাশি কি প্রকারে চ্ছটামণ্ডলে রক্ষিত হইতে পারে, এই দুরূহ সমস্যার অদ্যাবধি স্থির উত্তর পাওয়া যায় না। এই অণুসকল যে একই স্থানে অবস্থিত নহে তাহা চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডলের ঘন ঘন আকৃতি-পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিশেষরূপ প্রমাণ হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণের সময় ডাক্তার গুল্ড তিন মিনিটের মধ্যেই ইহার আকারের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন। চ্ছটামুকুট সম্বন্ধে প্রচলিত মতের তিনটি এস্থানে সন্নিবেশ-যোগ্য।

প্রথম—সূর্য্যের অতি-নিকট-সঞ্চারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড বাষ্পীভূত হইয়া লঘু মেঘ রূপে পরিণত হয় এবং সেই অতি লঘু মেঘই চ্ছটামুকুট।

দ্বিতীয়—সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল বৈদ্যুতিক তাড়ন-কার্য্য দ্বারা দূরে রক্ষিত হইতেছে।

তৃতীয়—সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল মাধ্যাকর্ষণ-বলে একবার সূর্য্যে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার ঝটিকা-বলে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবং বারম্বার এই রূপ উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ দ্বারাই চ্ছটামুকুটের আকার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই তিনটিই কেবল অনুমান, ইহাদের সমর্থনকারী তেমন সারগর্ভ যুক্তি নাই।

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমনকালে সর্ব্বাগ্রে চ্ছটামুকুটে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে বর্ণমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল হইতে আলোক-মণ্ডল এবং আলোক-মণ্ডল দিয়া অভ্যন্তরে উপনীত হইতে হয়।

সূর্য্যের নির্ম্মাণোপকরণ।

সূর্য্য যে সকল মৌলিক পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার সমস্ত আমাদের বিদিত পদার্থ নহে। রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যে জলজান, ম্যাগ্‌নেশিয়ম, ক্যালসিয়ম, সোডিয়ম, ম্যাংগানিস্, নিকল, ব্যারিয়ম, ষ্ট্রন্‌সিয়ম্, লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব বাষ্প ছাড়া অপর যে সকল বাষ্প দেখা যায় তাহা পৃথিবীতে নাই।

উপসংহার।

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার অগ্রে আর একটি কথা বলা উচিত। যে সূর্য্য সৌর জগতের প্রাণ-স্বরূপ যাহার সহিত মুহূর্ত্ত মাত্র সম্বন্ধ-শূন্য হইলেও তৎক্ষণাৎ গ্রহ উপগ্রহদিগের প্রলয় নিশ্চিত, সেই অসীম বিক্রমশালী সূর্য্যের প্রভাব অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে কি না এই কথাটি বিজ্ঞান জগতের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে সঙ্কোচন নিয়মকে সূর্য্যের সম-পরিমাণ উত্তাপ রক্ষার কারণ মনে করেন, তাহা সত্য হইলে সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা

নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমরা সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ পাই সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকিরণ করে। এই উত্তাপ সমপরিমাণে বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফুট বা প্রত্যেক শতাব্দীতে ২ ক্রোশ করিয়া সূর্য্য-ব্যাস সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া এইরূপ উত্তাপ বিকিরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পরিমিতায়তন সূর্য্য কি কালে শীতল হইয়া যাইবে না!

উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল বা কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা এখনো অপরিজ্ঞাত, সেই জন্য কত দিন সূর্য্যের উত্তাপ এইরূপ সমভাবে থাকিবে তাহা নিশ্চয় গণনা করা যায় না। তবে উত্তাপ-রক্ষার জন্য সূর্য্যের যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক সেই সঙ্কোচন-পরিমাণের গণনা দ্বারা স্থূলতঃ এই রূপ বলা যাইতে পারে যে আর ৫০ লক্ষ বৎসরে সূর্য্য আয়তনে এখনকার অর্দ্ধেক হইয়া পড়িবে, এবং যদি সূর্য্যের অভ্যন্তর-দেশ এখনো কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ তখন কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে থাকিবে। এই নিয়মের বশে চলিলে সর্ব্বশুদ্ধ আর ১০০ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্তও সূর্য্য জীবন রক্ষার উপযোগী উত্তাপ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঈশ্বরের এই সৃষ্টি-রহস্যের তথ্য নির্ণয় করা আমাদের জ্ঞানের সাধ্য নহে। বিজ্ঞানালোকে প্রতিদিন আমাদের অজ্ঞান-অন্ধতা আরো সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এককালে যাহা অকাট্য স্থির করিয়াছেন, তাহার ভুল আবার পরবর্ত্তী জ্ঞানালোকে দূর হইয়াছে। এই মহান সৃষ্টি আমাদের নিকট কি গম্ভীর প্রহেলিকাময়। এ বিষয়ে আমরা

"Like an infant crying in the night,
Like an infant crying for the light,
With no other voice than a cry.

শিশুর ন্যায় অন্ধকারে রোদন করিতেছি—শিশুর ন্যায় আলোকের জন্য রোদন করিতেছি—রোদন ব্যতীত অন্য স্বর আমাদের নাই।

মহা পণ্ডিতগণ এবং নিতান্ত অজ্ঞ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এই সৃষ্টির জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল। একজন পাদরি একজন অসভ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই সকল বিশ্ব সংসার কে সৃষ্টি করিয়াছে" অসভ্য বলিল "আমার পিতা" পাদরি বলিলেন "তোমার যখন পিতা ছিলেন না তখন কি সৃষ্টি ছিল না?"—তখন অসভ্য বলিল "তাহা আমি জানি না।"

আর এক জন বৃদ্ধ অসভ্য এই কথায় বলিল যে "হাঁ তাহার পূর্ব্বেও এই সৃষ্টি ছিল এবং স্রষ্টার নাম "জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য" (Interrogation and Admiration)

সেই অসভ্যের উত্তর কি সুন্দর! এই সমগ্র সৃষ্টি বাস্তবিক একটি জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য ছাড়া আমাদের নিকট আর কি? তবে আমরা এই মাত্র নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হইবে।

সঙ্কোচন নিয়মানুসারে সূর্য্যের অতীত ব্যাস গণনা দ্বারা জানা যায়, ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য এখনকার অপেক্ষা দুই ক্রোশ ও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চার ক্রোশ বড় ছিল, এইরূপে এক সময় সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথি-

বীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌর জগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

কাণ্ট ও লাপ্লাস সৌর জগতের গতির আশ্চর্য্য রূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া অবরোহী নিয়মানুসারে এই জগতের উৎপত্তির যে প্রণালী কল্পনা করিয়াছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আরোহী নিয়মানুসারেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দুই দিক হইতেই আমরা দেখিতে পাই আমাদের সূর্য্য এক সময়ে ঘূর্ণমান বিশাল গোলাকার জ্বলন্ত বাষ্পরাশিরূপে সমস্ত সৌর জগতে ব্যাপ্ত ছিল। পরে সেই বাষ্পরাশির বিষুব-রেখাস্থ অংশ কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া এক একটি বাষ্পচক্ররূপে ক্রমে মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং সেই পরিত্যক্ত চক্রগুলি আবার মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে এক একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া মধ্যের বৃহত্তর গোলকের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য। সেই অতি বিস্তৃত সৌরজগৎব্যাপী বাষ্প যদি আদিম কাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতি শতাব্দিতে ২ ক্রোশ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং কোন অপরিজ্ঞাত নূতন শক্তি দ্বারাও সূর্য্যের উত্তাপ না রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের বয়ঃক্রম এখন ১৮০০০০০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। তবে যদি সূর্য্য আদিম অবস্থায় এখনকার অপেক্ষা অল্পপরিমাণে উত্তাপ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে অল্পপরিমাণ সঙ্কোচনের আবশ্যকতা হেতু সূর্য্যের বয়ঃক্রম ১৮০০০০০০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে এবং পূর্ব্বে যদি এখনকার অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ দিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য ১৮০০০০০০ বৎসর হইতেও ন্যূন বয়স্ক। অনেক দিন হইতে সূর্য্য সম্বন্ধীয় আর একটি কথার আন্দোলন চলিতেছে। সূর্য্যের গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান সূর্য্য তেমনি আর কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে কি না? কাণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে সূর্য্য সিরিয়স নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভ্রাম্যমান; কিন্তু এই মত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন এই রূপ প্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য পরিবারবর্গকে লইয়া হারকিউলিস রাশির দিকে ধাবিত।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।

বর্ত্তমান কাল ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতার কাল। একাল নাস্তিকতা ও জড়বাদের কাল। পৃথিবীর যে সভ্যদেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, সেই দেশেই দেখা যায় যে তথাকার লোকদিগের প্রাচীন কালের ন্যায় ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, যতই লোকের ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায় বর্দ্ধিত হইতেছে, যতই সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ততই লোকের ইহ জীবনের প্রতি-পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, এবং ততই ঈশ্বর হইতে, ধর্ম্ম হইতে, পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস হইতে তাহাদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতাই বর্ত্তমানকালীন মনুষ্য-সমাজের ভয়ানক রোগ। যাহাতে এই রোগ বিস্তৃত না হয়, এবং যাহাতে ইহার নিরাকরণ হয়, তদ্বিষয়ে সমাজ-সংস্কারকদিগের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতার দিকে সমাজের গতিরোধ করিবার জন্য বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, অধর্ম্ম-শিক্ষা হইয়া থাকে। সম্প্রতি এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠার্থ এরূপ কতক গুলি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে স্পষ্টতর নাস্তিকতা ও জড়বাদ মতের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশের বিদ্যালয় সমূহ যদ্যপি জড়বাদী ও নাস্তিক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয় তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষা দেশের মঙ্গলের কারণ না হইয়া, সমূহ অনিষ্টের নিদানভূত হইবে! দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি সকল ধর্ম্মশূন্য হইলে আর সে দেশের মঙ্গল কোথায়? ধর্ম্ম সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ। ধর্ম্ম না থাকিলে কোন সমাজই থাকিতে পারে না। কোন সমাজ ধর্ম্মশূন্য হইলেই তাহার মধ্যে যথেচ্ছাচার ও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া তাহাকে সমাজ নামের অযোগ্য করিয়া তুলে। ধর্ম্ম জাতীয় উন্নতির কারণ। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মের সমাদর নাই, যে জাতির লোকেরা ধর্ম্মপরায়ণ নহে, যে জাতির উপর অধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে সে জাতি প্রকৃত উন্নতির পথে কুত্রাপি অগ্রসর হইতে পারে না। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে যখন যে জাতি ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সেই জাতির পতন হইয়াছে। যে ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, যে ধর্ম্ম না থাকিলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে, যে শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগকে সেই ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করে, সে শিক্ষাপ্রণালী যত শীঘ্র অপনোদিত হইয়া তৎস্থানে ধর্ম্মপ্রধান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। যাহাতে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ধর্ম্মশূন্যতা ও নাস্তিকতার প্রশ্রয়কারী শিক্ষাপ্রণালী অচিরে সংস্কৃত হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগের দেশের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকগণের যত্নবান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

অনেকে এইরূপ বলেন যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে কোন না কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দিতে হইবেক। এ কথা কোন কাজের নহে। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্ম উদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এমন কতকগুলি মত আছে যাহা সকল ধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম-সাধারণ মত গুলি, প্রথম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দ্বিতীয়, পরলোকে বিশ্বাস, তৃতীয়, বিবেকানুসারে কার্য্যের শ্রেয়স্করতা। এই কয়েকটি ধর্ম্মমতের যথার্থতা, সত্যতা, ও যুক্তিযুক্ততা বিশদরূপে যথামতে প্রতিপাদনপূর্ব্বক আমাদিগের বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইলে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে সম্প্রতি ফ্রান্স রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তদ্রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বদেশের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। আমরা হৃদয়ের সহিত ইচ্ছা করি যে ফ্রান্স রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি যাহাতে ভারত-বর্ষের সমস্ত বিদ্যালয়ে ঐরূপ সাধারণ-ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে ধর্ম্ম-পথে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম করেন. তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সভা সমবেত হইয়া হৃদয় মন বাক্যের সহিত চেষ্টা করিবেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

পূর্ণ স্বাধীনতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে।

এস্কাইলস্

তুমি ইহলোকে দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে এরূপ ভাবিয়া কার্য্য করিও না। মৃত্যু সর্ব্বদাই আসন্ন। যত দিন তুমি জীবিত থাকিবে, সচ্চরিত্র ও ন্যায়বান হইবে।

মার্কস এন্টোনাইন্স

সেই সময় উপস্থিত-প্রায় যখন তুমি সকলকে ভুলিবে এবং তোমাকে সকলে ভুলিবে।

ঐ

যাহারা তোমাদিগের অপকার করে তাহাদিগকেও ভাল বাসা কর্ত্তব্য।

ঐ

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শত্রুগণের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করে। পরিণামদর্শিতা ভবিষ্যৎ-বিপদপাৎ হইতে রক্ষা পাইবার সর্ব্বোত্তম উপায়। এই উপদেশ আমরা আমাদিগের বন্ধুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারি না, ইহা শত্রুদিগের নিকট হইতেই শিখিতে পারি। নাগরিকেরা তাহাদিগের শত্রুদিগের নিকট হইতেই উচ্চ প্রাচীর ও যুদ্ধ-পোত নির্ম্মাণ দ্বারা স্বস্ব সন্তান সন্ততি গৃহ সম্পত্তি রক্ষা করা শিক্ষা করিয়া থাকে।

এরিষ্টোফেনিস

যিনি সর্ব্বদা আশান্বিত থাকেন তাঁহার গুণ সকল উজ্জ্বলতম রূপে প্রতিভাত হয়। নীচ-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই হতাশ হয়।

ইউরিপাইডিস

উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ অপেক্ষা মহৎ কার্য্য করা শ্রেষ্ঠতর।

ঐ

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আশার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

ঐ

যখন ঈশ্বর মনুষ্যকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রথমে তাহাকে বুদ্ধিহীন করেন।

ঐ

অসদুপায়ে ধনলাভ করিও না; এ প্রকার লাভ ক্ষতির সমতুল্য।

হিসিওডস

মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যায় কর্ম্ম জন্য অনুতাপ করিতে ঘৃণা করেন না।

হোমারস

অপরিচিত ও দরিদ্র ব্যক্তিরা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা উহাদিগকে যাহা দান করি তাহা ঈশ্বরকে ঋণ দিই।

ঐ

যৎকালে পিথাগোরাসকে জিজ্ঞাসা করা হইল "কি বিষয়ে দেবগণের সহিত আমাদিগের সাদৃশ্য আছে?" তিনি উত্তর করিলেন "উত্তম কর্ম্ম করাতে ও সত্য কথা বলাতে।"

লঙ্গিনস

কোন মহৎ কর্ম্ম করিতে গিয়া সিদ্ধি লাভ না করিলেও তাহাতে মহত্ত্ব আছে।

ঐ

সকল স্থানই ঈশ্বরের মন্দির, কারণ আত্মাই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

মিনান্দার।

কোন ন্যায়বান ব্যক্তি কখন হঠাৎ ধনবান হইতে পারেন নাই।

ঐ।

প্রতিকূল ঘটনার জন্য নিরাশ হওয়া উচিত নহে কারণ পরিণামে উহা আমাদিগের মঙ্গলের কারণে দাঁড়াইতে পারে।

ঐ।

যে ব্যক্তি লজ্জিত হয় সে সৎ।

ঐ।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

কএক দিবস হইল আমি একটি ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতেছি। যাহাতে লোকে বেদবেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-মূলক উচ্চ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং স্বদেশ-প্রেম দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রাণপণে স্বদেশের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হয় ইহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে। স্বদেশ উদ্ধারের প্রধান উপায় স্বদেশ-প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করা। যে নিয়মে উক্ত বিদ্যালয় চলিবে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। (১) বিদ্যালয়ের নাম "ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়" হইবে।

(২) এই বিদ্যালয় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে মাসিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস ব্যতীত প্রতি রবিবারে হইবে। মাসের মধ্যে তিন রবিবার এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। প্রথম রবিবারে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, দ্বিতীয় রবিবারে প্রাচীন ভারতের মহিমা-প্রতিপাদক পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থপাঠ, তৃতীয় রবিবারে শরীর, মন, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বদেশের হিতসাধন কি কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইবে। রাজনীতি ও রাজকার্য্য আলোচিত হইবে না। হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কতদূর সম্পাদিত হইতে পারে তাহার আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইবে।

(৩) ছাত্র সকলের নাম একটি পুস্তকে লিখিত থাকিবে ও প্রতি রবিবারে শিক্ষক সকলে উপস্থিত আছেন কিনা নামের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন।

(৪) বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিক্ষক ও ছাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত "বিদ্যার্থীদিগের মনোরথ প্রকাশ" পাঠ করিবেন।

বিদ্যার্থীদিগের মনোরথ প্রকাশ।

"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।" "ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি।" "ধর্ম্ম সকল জীব সম্বন্ধে মধুস্বরূপ।" "ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর জগতে নাই।" ধর্ম্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমরা আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি আমারদিগের মনে এই সকল অপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞানালোক প্রকাশ করুন। ধর্ম্ম-জ্ঞানের আকর আমাদিগের পুরাতন শাস্ত্রে যে সকল মহান সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহার উচ্চতা ও গভীরতা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে এই বিদ্যালয়ে সেই সকল সত্য আমাদিগের অধ্যয়নের বিষয় হইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। ঈশ্বরকে কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রীতি করা, তাঁহার সত্ত্বা সকল সময়ে এমন কি বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন সময়েও উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি করা, তাঁহার প্রিয়কার্য্য প্রাণপণে সম্পাদন করা ঈশ্বর-প্রীতির প্রকৃত চিহ্ন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (ইহা তিনবার বলিতে হইবে)। ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজ-নৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমন কি, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতনার বীরকুল-চূড়ামণি প্রতাপসিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতের মহিমার প্রবাদ সকল অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে

সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, রাজপুত, মাহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী, প্রভৃতি হিন্দু-বর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হয়, যাহাতে তাহাদিগের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বৈধ সমবেতচেষ্টা হয় তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। ঈশ্বর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন।" তৎপরে শিক্ষক নিম্নলিখিত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন,

"সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সম বঃ মনাংসি জানতাম।
সমানি বঃ আকূতি সমানা হৃদয়ানি বা।
সমানম্ অস্তু বঃ মনঃ যথা বঃ সুসহ অসতি।"

"একত্রে আগমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের চিত্ত সমান হউক। তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের সহগামী হইবে।"

(৬) প্রথম রবিবারে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অন্তর্গত উপনিষদসংগ্রহ, "ভগবদ্গীতাসংগ্রহ," "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," "হিন্দু ধর্ম্মনীতি," ইত্যাদি গ্রন্থ পঠিত হইবে। দ্বিতীয় রবিবারে Asiatic Researches, Asiatic Society's Journal, Transactions of the Royal Asiatic Society—প্রভৃতি পুস্তক এবং জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, মোক্ষমূলার, মনিয়র উইলিয়ামস্, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে ভারতের পূর্ব্ব-মহিমা বিষয়ক প্রস্তাব সকল পঠিত হইবে; তৃতীয় রবিবারে রাজনীতি ব্যতীত হিন্দুকুলের অন্যান্য সকল বিষয়ে কিরূপে ভাবী উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য কতদূর সম্পাদিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে শিক্ষক উপদেশ দিবেন।

(৬) ছাত্র ব্যতীত বাহিরের লোকে বিদ্যালয়ে দর্শক স্বরূপ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় যে উভয় প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্ম এই বিদ্যালয়ে যোগ দিবেন। ভারতের প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব ও ঐ কালে অন্যান্য বিষয়ে তাহার অবস্থা এবং বর্ত্তমান কালে দেশীয় ভাব রক্ষা করিয়া কতদূর ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ইহা জানার আবশ্যকতা সকল ব্রাহ্মই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

আমি উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু বার্দ্ধক্য বিশেষতঃ পীড়া হেতু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এক্ষণে প্রস্তাব হইয়া রহিল, ভবিষ্যতে যদি কেহ এইরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে চাহেন এই প্রস্তাবনা তাঁহার পক্ষে সাহায্যস্বরূপ হইবে।

দেওঘর, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২ } শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পত্র।

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় সহৃদয়েষু।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটি ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন, তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটি যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখনি কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও

প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটি আমার মন খুলে প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপ বাবু সিমলা হইতে ৯ আগষ্টে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধ সকল সন্তপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহার সকল উল্লেখ করিয়া বিনীত ভাবে বাহুল্য করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব, তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদ পত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে, আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পূর্ব্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Only if I have any wish which I would express before you it is this that you and he should be once more reconciled into that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by-gone days in the infinite possibilities of Divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? what could you not do if you two wished it." এই কথার সহজ উত্তর এই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধা কৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপ্‌টাইসেটর দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্ম ভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি, তিনি অসাধারন উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারন উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল, ইহা লইয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে "ইহা অতি কষ্টকল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই—ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতে বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমি কত আনন্দ যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশটি গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দোষগুণের এত বাহুল্য চর্চ্চা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে ইহা অতি অপ্রিয় কার্য্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন। ইতি

হিমালয় মন্সুরী পর্ব্বত
২৮ ভাদ্র ৫২

নিয়তশুভানুধ্যায়ী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

প্রাপ্তস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত এই চারি খণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত মূল্য ২ দুই টাকা। "ভগ্ন-হৃদয়" (গীতি কাব্য) শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ১ এক টাকা। "কালাপাহাড়" বা ধর্ম্মদ্রোহী নাটক, গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র হালদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৸০ বার আনা। "নববিধান মত" এই পুস্তক খানি ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ।৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৩ আশ্বিন শনিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। প্রাতে ৭ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭৷৷০ ঘটিকার সময় উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

শ্রাবণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১১৪৪৸৵২
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৩০৷৶৩
সমষ্টি	৩৭৭৫।/৫
ব্যয়	৯৫৮৷৷৵৮
স্থিত	২৮১৬৷৷৵৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৮৭৸/২
দান প্রাপ্তি।	৬১৩৷৵৮
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, শিবচন্দ্র নন্দী	৬৲
,, ঈশানচন্দ্র বসু	৫৲
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	১৲
,, কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	১৲
,, বিহারিলাল মণ্ডল	৬৫৬৷৵৮
	১৩০৲
গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ আদায়	১৷৶৬
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৭৮৭৸/২
	১৪৪৷৷/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৩৲
পুস্তকালয় ...	৭৩।০
যন্ত্রালয় ...	৩৬।০
গচ্ছিত ...	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	৮০৲
সমষ্টি	১১৪৪৸৵২

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭১৩। ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১১১ ৶৯
পুস্তকালয়	২৮৸৵৩
যন্ত্রালয়	৬৮। ৬
গচ্ছিত	৩৬৸৶৯
সমষ্টি	৯৫৮৷৷৵৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।